তারিখ ...25 DEC 2016...
পৃষ্ঠা ...৩/৬ কলাম...৭...

সংবাদ

সিলেট বিভাগে

২ কোটি ৬ লাখ বই নিয়ে উৎসবে নামবে শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, সিলেট

কাজ না করেই টাকা উত্তোলনের অভিযোগ উঠেছে সিলেট শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরের বিরুদ্ধে। সংশ্লিষ্ট প্রকৌশলী ও ঠিকাদাররা তড়িঘড়ি করে এ কাজটি করেছেন। ৭০ কোটি টাকার কাজের মধ্যে আংশিক টাকা উত্তোলন করার পর বিষয়টি নিয়ে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতরে হৈচৈ শুরু হয়েছে।

সিলেট বিভাগের ৪২টি কলেজের অবকাঠামো নির্মাণে ২০১৫ ও ২০১৬ সালে পৃথক টেন্ডারে প্রায় ৭০ কোটি টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। এগুলোর মধ্যে ২০১৫ সালের নভেম্বরে ১১টি কলেজের প্রত্যেকটিতে ১ কোটি ৩৫ লাখ টাকা করে ভবন নির্মাণে প্রায় ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়। কলেজগুলো হচ্ছে- সুনামগঞ্জের ধর্মপাশা ডিগ্রি কলেজ, একই জেলার বাদাঘাট কলেজ, সৈয়দপুর আদর্শ কলেজ, গোবিন্দগঞ্জ আবদুল হক স্মৃতি কলেজ, বড়খাল বহুমুখী স্কুল অ্যান্ড কলেজ, সমুজ আলী উচ্চবিদ্যালয় ও কলেজ, সিলেটের গোয়ালাবাজার আদর্শ মহিলা কলেজ, দয়ামীর কলেজ, ফেঞ্চুগঞ্জ ডিগ্রি কলেজ, কানাইঘাট ডিগ্রি কলেজ ও নূরজাহান মেমোরিয়াল মহিলা কলেজ। প্রকল্পের কাজ ১৮ মাসের মধ্যে সম্পন্ন করার কথা থাকলেও এ বছরের নভেম্বর পর্যন্ত কোন কলেজে কাজ শুরু করা হয়নি। কাজ না করিয়েই এর আগে গত অর্থবছরের জুন মাসেই ৩০-৪০ ভাগ কাজের বিল তুলে নেয়া হয়েছে। চলমান ডিসেম্বর বই : পৃষ্ঠা : ২ ক : ৫

বই : নিয়ে

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

মাসে দু'একটি কলেজে নামমাত্র কাজ শুরু হলেও অধিকাংশ কলেজে এখনও কাজ শুরুই হয়নি। কলেজ কর্তৃপক্ষ জানেনই না কবে থেকে কাজ শুরু করা হবে।

গোবিন্দগঞ্জ আবদুল হক স্মৃতি কলেজের হেডক্লার্ক আবদুশ শহীদ জানিয়েছেন, টাকা বরাদ্দ হওয়ার খবর পেয়েছি। তবে কাজ কবে থেকে শুরু হবে তা আমাদের জানা নেই। বড়খাল বহুমুখী স্কুল অ্যান্ড কলেজের প্রিন্সিপাল নজির আহমদ জানান, টাকা বরাদ্দের সংবাদ পেলেও কাজ শুরু হচ্ছে না। দক্ষিণ সুরমার নূরজাহান মেমোরিয়েল মহিলা কলেজের প্রিন্সিপাল নিজাম উদ্দিন তরফদার জানিয়েছেন, বরাদ্দ দেয়া হলেও তার কলেজে এখনও ভবন নির্মাণের কাজ শুরু করা হচ্ছে না।

চলতি ডিসেম্বরে ধর্মপাশা ডিগ্রি কলেজসহ কয়েকটি কলেজে সবেমাত্র কাজ শুরু হয়েছে এবং কাজ শেষ হতে আগামী বছরের মাঝামাঝি সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন ঠিকাদাররা। এদিকে ওই ১১ কলেজের কাজ সম্পন্ন না করেই এ বছরের ৩০ নভেম্বরের মধ্যে আরও ৩১টি কলেজে ৫৫ কোটি টাকার কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। ওই ৩১টি কলেজে ঠিকাদাররা ১৮ থেকে ১৯ ভাগ নিম্নদরে দরপত্র দাখিল করে কিন্তু প্রভাবশালী ঠিকাদারদের ডেকে নামমাত্র ৩-৫ ভাগ নিম্নদরে কাজগুলো দেয়ায় সরকারের প্রায় ৫ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। প্রকল্পগুলোর কাজ ১৮-২০ ভাগ নিম্নদরে দেয়ার সুযোগ থাকলেও মোটা অঙ্কের টাকার বিনিময়ে ৩-৫ ভাগ নিম্নদরে ঠিকাদারদের কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।

আর এভাবেই অনিয়ম দুর্নীতির মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলীসহ কর্মকর্তা-ব্যক্তিরা অবৈধভাবে টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন বলে ঠিকাদারদের একটি অংশ ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ওই ঠিকাদাররা বলেন, যাদের দিয়ে টাকা লুটপাট করা যাবে সেইসব ঠিকাদার দিয়ে এসব প্রকল্পের কাজ করান হচ্ছে। তবে অভিযোগের ব্যাপারে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদফতর সিলেটের নির্বাহী প্রকৌশলী নজরুল হাকিম বলেন, যারা অভিযোগ করেছে তারা মিথ্যা অভিযোগ করেছে। এসব অভিযোগের কোন সত্যতা নেই। ভুয়া তথ্য উপস্থাপন করে উন্নয়ন কাজকে বিতর্কিত করার চেষ্টা চলছে বলে জানান তিনি।